বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আমাদের ক্যাম্পাস আমরাই পরিস্কার রাখব' স্লোগান নিয়ে প্রথমবারের মতো পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন। যা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যও হতে পারে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'আমাদের ক্যাম্পাস আমরাই পরিস্কার রাখব' স্লোগান নিয়ে উদ্বোধন করলেন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচীর। গত ২২ জানুয়ারি ২০১৭ইং তারিখে দুপুর ১২টায় ডি ব্লকের সামনে এ মহতী অনুষ্ঠানে ও হাসপাতালের জন্য অপরিহার্য কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, সাবেক উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন মিয়া, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ আলী আসগর মোড়ল, মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন প্রমুখসহ সম্মানিত জ্যেষ্ঠ শিক্ষক, কর্মকর্তা, নার্স, কমচারী, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে দৈনন্দিন পরিস্কার-পরিচ্ছনতা কার্যক্রম ছাড়াও সপ্তাহে ১ দিন নিজ নিজ অফিসে বিশেষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। হাসপাতালের এ ধরণের কার্যক্রম আরো জরুরি। কারণ হাসপাতালের পরিবেশ যত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে রোগ-জীবাণু তত কম ছড়াবে এবং সংক্রমণের হার তত কম থাকবে। এখন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিস, বিভাগ ও ওয়ার্ডে প্রতি মাসে অত্যন্ত ১বার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

অন্য বক্তারা বলেন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে মানদণ্ডের প্রশ্নটিও জড়িত। বাড়িতে আমরা যেভাবে নিজেরাই নিজেদের বাসা-বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখি। এখন থেকে আমাদের নিজ নিজ অফিস, বিভাগ ও ওয়ার্ড সমূহ নিজেরাই একইভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবো।